যুগান্তর

তারিখ ..23. MAR. 2017....
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম .... ৬.....

স্বপ্না রেজা

হত্যাকাণ্ডের বর্ষপূর্তিতে তনুকে খোলা চিঠি

কেমন আছ তনু? হয়তো বলবে, কী বোকামো প্রশ্ন! তোমরা যেমন রেখেছ, যেভাবে পাঠিয়েছ, তেমনই তো আছি। তেমনই তো থাকার কথা। সত্যিই তো বোকা ধরনের প্রশ্ন করা তোমাকে, তনু। ভুলে গেলাম কী করে যে, আমরা বোকার দল, সাধারণ মানুষ? একটু অভিমান করেই বলি, গেজেটে প্রকাশিত না হলেও এটা তো আজ জাতীয়ভাবে স্বীকৃত, রাষ্ট্রীয়ভাবে আরোপিত যে, দেশের সাধারণ মানুষ হল বোকার দল। এদের কাছ থেকে ভোটটাই নেয়া যায়, অন্য কিছু নয়, যেমন— জ্ঞান, বুদ্ধি, পরামর্শ, অভিমত, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি ইত্যাদি। ঘটনায়, বর্ণনায়, বিবৃতিতে, বক্তৃতায় তো সেটাই দৃশ্যমান— সাধারণ মানুষ উপেক্ষিত, অবহেলিত। নতুবা এত প্রতিবাদ, আকুতি, কান্না, পরামর্শ, দাবি, অধিকার কিছুই তো দেখা হচ্ছে না। শোনা হচ্ছে না, রক্ষা হচ্ছে না, দেখছে না কেউই সেভাবে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, ওসবে কারোর মাথা নেই, মাথাব্যথা নেই। আর তাই তো প্রতিনিয়ত আমাদের বোকা বানিয়ে, বোকা ভেবে চালাকেরা চালাকি করে যাচ্ছে অবিরত, বিঘ্নহীনভাবে। চালাকি করে নিজেদের স্বার্থরক্ষা করে চলেছে। চালাক কারা? তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, তারা কারা।

তনু, তোমাকে আজ তোমার একটা চরম ব্যর্থতার কথা বলি। তুমি সংস্কৃতমনা হয়েছিলে ঠিক, কিন্তু রাজনীতিক হতে পারনি অর্থাৎ রাজনৈতিক পরিচয়টা রপ্ত করতে পারনি। তুমিও কিন্তু কম বোকা নও তনু। রাজনৈতিক পরিচয় হল এ দেশের একটা বড় পরিচয়। জাতীয় পরিচয়ের চেয়েও শক্তিশালী। আজকাল অনেক তরুণকে জীবনের স্বপ্ন হিসেবে রাজনীতিক হওয়ার কথা বলতে শুনি। বিশেষত যারা পড়ালেখায় বেশিদূর এগোতে পারেন না। যাক যে কথা বলছিলাম, রাজনৈতিক পরিচয়টা নিজের আত্মরক্ষার, আত্মমর্যাদার শক্ত ও দামি অস্ত্র। রাজনীতি করলে শুধু দলের আসন পাওয়া, টাকা-পয়সা কামাই, সম্পদ তৈরি, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সরকারি প্রতিষ্ঠানে মহাজনি করাই কেবল যায় না, নানা ঝামেলা থেকে রক্ষাও পাওয়া যায়। আর পরজগতে বসে ইহজগৎ থেকে মর্যাদাও পাওয়া যায়। এই দেখ না, ২০ মার্চ তোমার হত্যার এক বছর হল, তাতে কী হল? কার কী যায় আসল? কিসসু না। পত্রপত্রিকা স্মরণ করাল দিনটির কথা। পত্রিকা জানালো বর্তমান তদন্ত কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে, তদন্ত কাজ না এগোনোর কারণ শীতকালীন মহড়া। আমরা জানলাম, শীতকালীন মহড়ার জন্য তিন মাস তদন্ত কাজে ধীরগতি ছিল। কী বুঝলে তনু? শীতকালীন মহড়া হত্যাকাণ্ডের তদন্ত কাজকেও ব্যাহত করতে পারে, করেছে। তুমি মহড়ার শিকার, যেমন তুমি ধর্ষণের শিকার। কিন্তু বাকি নয় মাস? নিশ্চয়ই তারও ব্যাখ্যা আছে। তার দাবি, তদন্তে শতাধিক সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। হয়তো আরও অনেক কিছু বলবেন কিংবা বলেছেন। দেখলে তনু, আমাদের কেমন বোকা বানিয়ে দিলেন তদন্ত কর্মকর্তা? বোকা বানালেন, নাকি বোকা ভেবে নিলেন? সেটা যাই হোক, তোমার ধর্ষণের শিকার হওয়া ও নির্মম হত্যার বিষয়টির জট খুলবার কোনো জ্ঞান, মেধা, দক্ষতা বা সক্ষমতা মনে হয় তদন্ত টিমের নেই? হয়তো তদন্ত টিমের এ সব গুণাবলী দৃশ্যমান হতো, যদি তোমার একটা রাজনৈতিক পরিচয় থাকত। আর তারাও চাঞ্চল্যকর এই হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদঘাটনে সফল হতেন, কৌশল, মেধা, দক্ষতা, পারদর্শিতা দেখাতে সক্ষম হতেন, বাহবা নিতে পারতেন। পুরস্কৃত হতেন। এ কিন্তু আমার ধারণা। না বলে উপায় নেই যে, ধারণাটা পরিবেশ, পরিস্থিতি থেকে লব্ধ। আমাদের দেশে দক্ষ, মেধ্যসম্পন্ন কৌশলী গোয়েন্দা সংস্থা নিশ্চিত আছে, জোর গলায় বলতে পারি। আমাদের দেশের মেধাবী, সাহসী, অকুতোভয়, অবিচল সন্তানেরাই তো এসব পেশায় সম্পৃক্ত হন, শপথ নেন। কিন্তু কেন এই সংস্থাগুলো কোনো কোনো হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদঘাটনে সফল হন না, কিংবা দীর্ঘ সময় ধরে লুকোচুরি খেলে থিতিয়ে যান, সেই প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায়। আর এই প্রশ্ন তাঁদের করলে যে উত্তর আসে, তা কিন্তু তাদের সাহসিকতা, মেধার সঙ্গে যায় না। আমি নিশ্চিত, এটা তারাও বোঝেন। ওই সব জায়গায়, ক্ষেত্রে তারাও বোকা বনে থাকেন অথবা বোকা থাকতে হয়। এক বোকা তো আরেকজনকে বোকাই ভাবেন।

তনু, তুমি নিশ্চয়ই এবার বুঝতে পারছ, রাজনৈতিক পরিচয় থাকলে, তার বদৌলতে আজ তোমার হত্যার বর্ষপূর্তিটাও হতো হত্যার প্রতিবাদে, শাস্তির দাবিতে মুখরিত। দু'একজন মন্ত্রী তোমার পক্ষে বলতেন, দাঁড়াতেন, নির্দেশ দিতেন কঠোর কণ্ঠে। অন্তত রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে সংসদ, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে আওয়াজ উঠত। তোমার চরিত্রকে গোলাপের সুগন্ধিতে রাঙিয়ে তুলতো। অন্তত তোমার চরিত্র নিয়ে নোংরা কথা বলবার ধৃষ্টতা কেউ দেখাত না। তনু, সুরক্ষিত এলাকায় সংঘটিত অনেক পাশবিক হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদঘাটন, বিচার কিন্তু এ দেশে হয়েছে। ১৯৭১ সালের অনেকেই কিন্তু রেহাই পায়নি। তুমিও সেই আশায় থাকতে পার। আশাবাদী হতে দোষ কী! সাধারণ মানুষ তো আশা নিয়েই বেঁচে থাকে, আছে।

তনু, কঠিন তোমার হত্যাকাণ্ডের মূল আসামিকে শনাক্ত করা। একদিন হয়তো সর্বশেষ তদন্তে বেরিয়ে আসবে, তনু বলে কোনো তরুণীই এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেনি, তাকে ধর্ষণ বা হত্যা করা তো দূরের কথা। তনু বলে যে নারীকে নিয়ে এত হইচই, আসলে সেটা ভীতু প্রকৃতির কিছু বোকা মানুষের অহেতুক আর্তনাদ। অথবা ভ্রান্ত প্রত্যক্ষণ। অভাব-অনটনে, অবিচারে, অনধিকারে, অবহেলায়, অপুষ্টিতে জর্জরিত মানুষ তো চোখে অনেক কিছুই দেখে থাকে। আমরা কি তবে তেমন একটা তদন্ত রিপোর্ট পেতে চলেছি? প্রশ্নটা কাকে করলাম জানি না। তবে বড় আশার জায়গাটা হল, প্রধানমন্ত্রী হলেন একজন নারীবান্ধব নেত্রী এবং অন্যায়ের প্রতি আপসহীন একজন সরকারপ্রধান। স্বাধীনতার এত বছর পরও কঠিন সাহসিকতার সঙ্গে নারীর সম্ভ্রম বিনিষ্টকারী, হত্যাকারী স্বাধীনতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসি কার্যকর করেছেন। তনু, এসো আমরা তার দিকে শেষ চাওয়াটায় চেয়ে থাকি। কেউ আর আমাদের বোকা না বানাক, বোকা না ভাবুক।

স্বপ্না রেজা : *প্রাবন্ধিক*